36619 - নারীদরে জন্য প্রযোজ্য হজ্জরে বধিবিধান

প্রশ্ন

আমি এ বছর হজ্জ করার সদ্ধিান্ত নয়িছে; ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করব আপনারা আমাকে এমন কছিু উপদশে ও পরামর্শ দবিনে যগেুলো হজ্জরে ক্ষত্রেে আমার কাজে লাগব। এর সাথে আমি একটি প্রশ্নও পশে করছ: হজ্জরে এমন কোন কাজ আছে কি যক্ষেত্রেে নারীদরে পদ্ধতি পুরুষদরে থকেে ভন্নি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মুসলমি বোন,

আপনি হজ্জ আদায় করার জন্য মক্কায় সফর করার যে সদ্ধিান্ত নয়িছেনে আমরা সটোকে স্বাগত জানাচ্ছ। এ মহান ফরজ ইবাদতরে ব্যাপারে অনকে মুসলমি নারী গাফলে। অনকে নারীই জাননে না য, তাদরে উপর হজ্জ ফরজ। আবার অনকেে জানা সত্ত্বওে "অচরিইে আদায় করব" এই জপ জপতে জপতে হজ্জ না করে মারা যান। অনকেে হজ্জরে কার্যাবলী সম্পর্কে কছিু না জনেে ইহরাম অবস্থায় নষিদ্ধি কাজগুলোতে লপ্তি হয়। এমনও হয য, তাদরে কারো কারো হজ্জ বাতলি হয়ে গছেে কন্তিু সে বুঝতইে পারে না। আল্লাহই সহায়।

হজ্জ আল্লাহর পক্ষ থকেে বান্দার উপর ফরজকৃত ইবাদত। এটি ইসলামরে পঞ্চম বুনয়িাদ। এ ইবাদত নারীদরে জন্য জহিাদতুল্য।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদরেকে উদ্দশ্যে করে বলছেনে: "তোমাদরে জহিাদ হচ্ছ- হজ্জ।" [সহহি বুখারী] মুসলমি বোন,

আমরা নীচে কছিু উপদশে, পরামর্শ ও নারীদরে ক্ষত্রেে প্রযোজ্য হজ্জরে বধিবিধানগুলো উল্লখে করব। এগুলো অনুসরণরে মাধ্যমে মাকবুল ও মাবরুর হজ্জ পালন করা সম্ভব হব। মাবরুর হজ্জরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "এর প্রতদিান হচ্ছ- জান্নাত"।[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

১. আল্লাহর জন্য ইখলাস বা একনষ্ঠিতা যে কোন ইবাদত শুদ্ধ হওয়া ও কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। এর মধ্যে হজ্জও রয়ছে। সুতরাং হজ্জ করার ক্ষত্রেে আপনি মুখলসি হোন। রয়িা বা লৌকিকিতা থকেে দূরে থাকুন। কারণ রয়িাআমলকে বনিষ্ট করে দয়ে এবং শাস্তি অবধারতি কর। ২. ইবাদত পালনে সুন্নাহর অনুসরণ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে

আদর্শ মোতাবেক হওয়া আমল শুদ্ধ হওয়া ও কবুল হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে এসেছে- "যে ব্যক্তি এমন আমল করে যা আমাদের শরিয়তে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত।"[সহিহ মুসলিম]এ হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক হজ্জের বিধিবিধান শিক্ষা করার প্রতি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি কুরআন-সুন্নাহর সহিহ দলিলের ভিত্তিতে রচিত গ্রন্থগুলোর সহায়তা নিতে পারেন। ৩. শিরিক আকবর, শিরিক আসগর ও সকল প্রকার গুনাহর ব্যাপারে সাবধান থাকুন। কারণ শিরিক আকবর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়, আমল নষ্ট করে দেয় এবং শাস্তি অবধারিত করে। শিরিক আসগর আমল নষ্ট করে দেয় ও শাস্তি অবধারিত করে। আর গুনাহ শুধু শাস্তি অবধারিত করে। ৪. নারীর জন্য মাহেরম ছাড়া হজ্জের সফর বা অন্য কোন সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোন নারী মাহেরম ছাড়া সফরে যাবে না"[সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম]মাহেরম হচ্ছে- নারীর স্বামী এবং যাদের সাথে নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম এমন পুরুষগণ।বিয়ে যে কারণেই হারাম হোক না কেন – সেটা নিকটাত্মীয়তা, দুগ্ধপান বা বৈবাহিক আত্মীয়তাএর যে কোনটি। মাহেরম সঙ্গে থাকা নারীর উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত। যদি নারীর সঙ্গে যাওয়ার মত কোন মাহেরম না পাওয়া যায় তাহলে তার উপর হজ্জ ফরজ হবে না। ৫. নারী যে কোন ধরনের পোশাকে ইহরাম বাঁধতে পারেন। সেটা কালো রঙের হোক অথবা অন্য যে কোন রঙের হোক। তবে অশ্লীল ও উত্তেজক পোশাক থেকে বেঁচে থাকবে। যেমন- সংকীর্ণ, স্বচ্ছ, কাটা বা ছেঁড়া, ডিজাইন করা ইত্যাদি পোশাক। অনুরূপভাবে পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক বা কাফেরদের পোশাক পরিধান করবে না।এ থেকে আমরা জানতে পারি সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা নারীদের উপর বিশেষ রঙের পোশাকে ইহরাম করা অনিবার্য করে দেন যেমন- সবুজ বা সাদা রঙের পোশাকতাদের পক্ষে কোন দলিল নেই। বরং এটি নিতান্ত বিদিআত। ৬. ইহরাম বাঁধার পর নারীর জন্য সব ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করা নাজায়েয। সেটা গায়ে হোক অথবা পোশাকে হোক। ৭. ইহরামকারী নারীর জন্য মাথার চুল বা শরীরের যে কোনচুল যে কোন মাধ্যমে তুলে ফেলা নাজায়েয। তদ্রূপ নখ কাটাও হারাম। ৮. ইহরামকারী নারীর জন্য নিকাব পরা, হাত মোজা পরা হারাম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নারী নিকাব পরবে না, মোজা পরবে না।"[সহিহ বুখারি] ৯. ইহরাম অবস্থায় নিকাব পরা বা মোজা পরা নিষিদ্ধ এ অজুহাতে কোন নারী তার চেহারা বা হাত বেগানা পুরুষের সামনে প্রকাশ করবে না। কারণ যে কোন কাপড় দিয়ে বা আঁচল দিয়ে নারী তার চেহারা ও হাত ঢেকে রাখতে পারেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন: "আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরামরত ছিলাম তখন আরোহীরা আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা মাথার উপর থেকে মুখের উপর ওড়না ফেলে দিতাম।তারা পার হয়ে গেলে আমরা মুখ খোলা রাখতাম।"[সুনানে আবু দাউদ, আলবানী 'হিযাবুল মারআ আল-মুসলিমা' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] ১০. কিছু কিছু নারী ইহরাম অবস্থায় তাদের মাথার উপর পাগড়ী বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে ওড়না বা চাদর উঁচু করে রাখেন যাতে করে ওড়না মুখমণ্ডল স্পর্শ না করে। এটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি; এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা কোন আবরণ ইহরামকারী নারীর মুখমণ্ডল স্পর্শ করলে কোন অসুবিধা নেই। ১১. ইহরামকারী নারীর জন্য কামিজ, সেলোয়ার, পায়ের মোজা, স্বর্ণের চুড়ি, আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি পরা জায়েয। তবে হজ্জ অবস্থায় অথবা হজ্জ বেগানা পুরুষ থেকে তাদের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখা তাদের উপর ফরজ। ১২. হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে নিয়ে মিকাত পার হওয়ার সময় যদি নারী হায়েযগ্রস্ত হয়ে যান তখন কেউ

কউে এ ধারণা করে ইহরাম করনে না য, পবত্রি অবস্থায় ইহরাম করা শর্ত। তাই ইহরাম ছাড়া তারা মকিাত অতক্রিম করনে। এটি স্পষ্ট ভুল। কারণ হায়যে ইহরামরে প্রতবিন্ধক নয়। বরং হায়যেগ্রস্ত নারীও ইহরাম করবনে এবং অন্যরো যা যা করে তনিওি তা তা করবনে শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবনে না; পবত্রি হওয়ার পরে তাওয়াফ করবনে। যদি তনিি ইহরাম না বঁধেে মকিাত পার হয়ে যান তাহলে তার উপর ওয়াজবি হল পুনরায় মকিাতে ফরিে আসা। যদি তনিি ফরিে না আসনে তাহলে একটি ওয়াজবি ছড়েে দয়োর কারণে তার উপর দম (পশু উৎসর্গ) দয়ো ওয়াজবি। ১৩. নারী যদি কোন কারণে নুসুক (হজ্জ বা উমরা) সম্পন্ন করতে না পারার আশংকা করনে তাহলে তনিি ইহরামকালে শর্ত করে নবিনে এবং বলবনে: "ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহল্লি হাইছু হাবাসতানি" (অর্থ- যদি কোন প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে আমি প্রতবিন্ধকতা স্থলে হালাল হয়ে যাব)। যদি তনিি এ রকম কোন প্রতবিন্ধকতার সম্মুখীন হন তাহলে তনিি হালাল হয়ে যাবনে এবং তার উপর কোন কছিু আবশ্যক হবে না। ১৪. আপনি হজ্জরে কাজগুলো আবার একটু স্মরণ করে ননি: এক: তারবয়িার দনি অর্থাৎ জলিহজ্জ মাসরে ৮ তারখিে গোসল করুন, ইহরাম বাঁধুন এবং এই বলে তালবয়িা পড়ুন: "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারকিা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নমিাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা শারকিা লাক।" (অর্থ: হে আল্লাহ!আমি হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ।আমি আপনার দরবারে হাজরি।নশ্চিয় যাবতীয় প্রশংসা ও নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য।আপনি নরিঙ্কুশ।) দুই: মীনায় যাবনে। সখোনে গয়িে যোহর, আসর, মাগরবি, এশা ও ফজররে নামায স্ব স্ব ওয়াক্তে চার রাকাত নামাযগুলো কসর (দুই রাকাত দুই রাকাত) করে আদায় করবনে। তনি: ৯ই জলিহজ্জ সূর্যোদয়রে পর আরাফার উদ্দশ্যে রওয়ানা হবনে। সখোনে যোহর ও আসররে নামায একত্রে যোহররে ওয়াক্তে কসর করে আদায় করবনে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার মাঠে দোয়া, যকিরি ও তওবারত অবস্থানকরবনে। চার: ৯ই জলিহজ্জ সূর্যাস্তরে পর আরাফা থকেে মুযদালফিার উদ্দশ্যে রওয়ানা হবনে। মুযদালফিাতে পৌঁছে মাগরবি ও এশার নামায একত্রে ও কসর করে আদায় করবনে। ফজররে নামায পর্যন্ত সখোনে অবস্থান করবনে। ফজররে পর আকাশ ভালভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত যকিরি, দোয়া ও মুনাজাতরে মাধ্যমে কাটাবনে। পাঁচ: ঈদরে দনিরে সূর্যোদয়রে পূর্বে মুযদালফিা থকেে মনিার উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবনে। মনিায় পৌঁছে নম্নিোক্ত কাজগুলো করবনে: ক. জমরা আকাবাতে সাতটি কংকর নক্ষিপে করবনে। প্রতটিি কংকর নক্ষিপেরে সময় আল্লাহু আকবার বলবনে।

খ. সূর্য কছিুটা উপরে উঠার পর হাদি (হজ্জে উৎসর্গযোগ্য পশু) জবাই করবনে।

গ. মাথারসবগুলো চুলরে অগ্রভাগ থকেে আঙ্গুলরে এক কর পরমিাণ (প্রায় ২ স.মি.) কর্তন করবনে।

ঘ. মক্কায় গয়িে তাওয়াফে ইফাযা (ফরজ তাওয়াফ) আদায় করবনে। তামাত্তু হজ্জকারী হলে অথবা ইফরাদ ও ক্বরিানকারী তাওয়াফে কুদুমরে সাথে সাঈ করে না থাকলে সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাঈ করবনে।

ছয়: ১১, ১২ ও ১৩ ই জলিহজ্জ সূর্য পশ্চমিাকাশে হলেে পড়ার পর জমরাগুলোতে কংকর নক্ষিপে করবনে; যদি আপনি বলিম্বে মনিা ত্যাগকারী হন। আর যদি অবলিম্বে মনিা ত্যাগকারী হন তাহলে ১১ ও ১২ ই জলিহজ্জ কংকর নক্ষিপে করবনে

এবং এ রাতগুলো মিনাতে অবস্থান করবেন।

সাত: যখন আপনি নিজে দেশে ফিরে যেতে চাইবেন তখন বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করবেন। এর মাধ্যমে আপনার হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত হবে।

১৫. নারীগণ উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বেন না। বরং নিম্নস্বরে তালবিয়া পড়বেন; যাতে নিজ কানে শুনেন ও আশপাশের মহিলারা শুনতে পায়। ফেতনা থেকে বাঁচতে ও কারো নজরে পড়া থেকে দূরে থাকার জন্য বেগানা পুরুষদেরকে শুনাবেন না।হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর থেকে ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবেন।

১৬. যদি কোন নারী তাওয়াফ শেষে করার পর সাঈ করার পূর্বে হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়েন তাহলে তিনি সে অবস্থায় হজ্জের বাকী কাজগুলো শেষে করবেন। ঐ অবস্থাতেই সাঈ সম্পন্ন করবেন। কেননা সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

১৭. যদি নারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে হায়েয রোধকারী ট্যাবলেট খাওয়া বৈধ।

১৮. হজ্জের সকল কার্যাবলী পালনের ক্ষেত্রে পুরুষদের ভিড় এড়িয়ে চলবেন। বিশেষতঃ তাওয়াফকালে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনীর কাছে। তদ্রূপ সাঈ ও কংকর নিক্ষেপেকালে। যে সময়গুলোতে ভিড় কম থাকে আপনি সে সময়গুলো নির্বাচন করবেন। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের থেকে দূরে একাকী তাওয়াফ করতেন। ভিড় থাকলে তিনি হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনী স্পর্শ করতেন না।

১৯. নারীদের উপর তাওয়াফের রমল ও সাঈর দৌড় নেই। রমল হচ্ছে- তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে ছোট ছোট কদমে দ্রুত হাঁটা। আর সাঈর দৌড় হচ্ছে- সাঈর প্রতিটি চক্করে সবুজ রঙে চিহ্নিত স্থানটি দৌড়িয়ে পার হওয়া। এটুকু পালন করা পুরুষদের জন্য সুন্নত।

২০. ছোট্ট একটি বই পাওয়া যায় যে বইটির মধ্যে কিছু বিদআতি দোয়া আছে এবং তাওয়াফ ও সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য বিশেষ বিশেষ দোয়া লেখা আছে এ বইটি বর্জন করবেন। অথচ এরকম বিশেষ দোয়ার সপক্ষে কোন কুরআন হাদিসের দলিল সাব্যস্ত হয়নি। ব্যক্তি তাওয়াফ ও সাঈর মধ্যে যা খুশি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে পারেন। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত কোন দোয়া দিয়ে দোয়া করেন সেটা উত্তম।

২১. হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য দোয়া ও যিকিরের বই পড়া জায়েয যদি সে বইয়ের মধ্য কিছু কুরআনের আয়াত থাকে তবুও। অনুরূপভাবে স্পর্শ না করে কুরআন শরিফ পড়াও তার জন্য জায়েয।

২২. আপনার শরীরের কোন অংশ উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে সাবধান থাকবেন বিশেষতঃ যে স্থানগুলোতে কোন পুরুষ আপনাকে দেখে ফেলতে পারে। যেমন- সাধারণ ওজুখানা। কারণ কিছু কিছু নারী এ স্থানগুলোতেপুরুষের অতি কাছাকাছি উপস্থিতিকে

পরোয়া করে না। তনিি তার মুখ, হাতরে কনুই, পায়রে গোছা পর্যন্ত উন্মুক্ত করে ফলেনে। ক্ষত্রেে বশিষেে মাথার ওড়না খুলে ফলেনে এতে তার মাথা ও গর্দান উন্মুক্ত হয়ে যায়। অথচ এগুলো উন্মুক্ত করা হারাম। এতে করে সে নারী নজিে ও তার দ্বারা অন্য পুরুষরো ফতেনাগ্রস্ত হতে পার।ে

২৩. নারীদরে জন্য ফজররে আগে মুযদালফিা ত্যাগ করা জায়যে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কছিু কছিু নারীকে বশিষেতঃ দুর্বলদরেকে এই অবকাশ দয়িছেলিনে য,ে তারা শষে রাতে চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পর মুযদালফিা ত্যাগ করতে পারবে যাতে করে ভড়িরে আগে তারা জমরা আকাবাতে কংকর নক্ষিপে করতে পারনে। সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমিে এসছে- “মীনার রাত্রতিে সাওদা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নকিট লোকদরে আগে মীনা ত্যাগ করার অনুমতি চাইলনে। তনিি শরীর ভারী মহলিা ছলিনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দলিনে।”

২৪. নারীর অভভিাবক যদি মনে করনে জমরা আকাবার চতুর্দকিে খুব ভড়ি হচ্ছে এবং এ অবস্থায় নারীদরে নয়িে কংকর নক্ষিপে করতে যাওয়া আশংকাজনক সক্ষেত্রেে নারীরা দরৌ করে রাতরে বলোয় কংকর নক্ষিপে করা জায়যে। যাতে ভড়ি কমে যায় অথবা একবোরভেড়ি না থাক।ে এই বলিম্বরে কারণে তাদরে উপর কোন কছিু আবশ্যক হবে না।

একই বধিান তাশরকিরে দনিগুলোতে কংকর নক্ষিপেরে ক্ষত্রেওে প্রযোজ্য। নারীরা আসররে পর জমরাগুলোতে কংকর নক্ষিপে করতে পারনে। এটা সবাই জানে য,ে এ সময়ে ভড়ি কছিুটা কম থাক।ে যদি এ সময়রে মধ্যওে কংকর নক্ষিপে করতে না পারনে তাহলে রাতে কংকর নক্ষিপে করতে কোন দোষ নইে।

২৫. সাবধান সাবধান:

পরপিূর্ণ হালাল হওয়ার আগে কোন নারীর জন্য তার স্বামীকে সহবাস করার বা আলঙ্গিন করার সুযোগ দয়ো জায়যে নইে। পরপিূর্ণ হালাল তনিটি কাজরে মাধ্যমে অর্জতি হয়:

এক: জমরা আকাবাতে সাতটি কংকর নক্ষিপে করা।

দুই: মাথার সমস্ত চুল এক কর পরমিাণ (প্রায় ২ স.ম.ি) কর্তন করা।

তনি: হজ্জরে তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযা) আদায় করা।

এতনিটি কাজ সম্পন্ন করলে ইহরামরে পর নারীর জন্য যা কছিু হারাম হয়ছেলি সবকছিু হালাল হবে এমনকি সহবাসও। যদি এ তনিটরি মধ্যে দুটি সম্পন্ন করনে তাহলে তার জন্য সহবাস ছাড়া বাকী সবকছিু হালাল হব।ে

২৬. চুলরে আগা কর্তনকালে বগোনা পুরুষদরেকে চুল দখোনো নাজায়যে। অনকে নারী মারওয়া পাহাড়রে উপর এ কাজটি করে থাকনে। কারণ চুল সতররে অন্তর্ভুক্ত বগোনা পুরুষকে চুল দখোনো জায়যে নইে।

২৭. পুরুষদরে সামনে ঘুমানো থকেে সাবধান। যে সব পরবিার তাবু ছাড়া অথবা মানুষরে চোখ থকেে আড়াল নয়োর মত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া হজ্জ করে থাকনে আমরা সসেব পরবিাররে মহলিাদরে অনকেকে দখেি তারা রাস্তায়, ফুটপাতে, ওভার ব্রজিরে নীচে, মসজদিে খাইফে পুরুষদরে সাথে একসঙ্গে অথবা পুরুষদরে কাছাকাছি স্থানে ঘুময়িে থাকনে। এটি বড় ধরনরে গুনার কাজ। এ কাজে বাধা দওেয়া ও করতে না দওেয়া কর্তব্য।

২৮. হায়যে ও নফিাসগ্রস্ত নারীর উপর বদিায়ী তাওয়াফ নইে। এটি নারীদরে জন্য ইসলামী শরয়িতরে বশিষে ছাড়। হায়যেগ্রস্ত নারীর জন্য বদিায়ী তাওয়াফ না করে তার ফ্যামলিরি সাথে দশেে ফরিে যাওয়া বধৈ। সুতরাং হে মুসলমি বোন, এ সহজীকরণ ও এ নয়োমতরে শুকরয়িা আদায় করুন।